পাঠক ফোরাম

সরকারের একশ' দিন

একশ' দিন অতিবাহিত করলো জোট সরকার। তবে তা পুরোপুরি একশ' ভাগ সফল না হলেও চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত নয়। প্রধানমন্ত্রীও মিথ্যাচার করেননি যে আমরা একশ' ভাগ সফল। সাফল্য-ব্যর্থতা মিলিয়ে একশ' দিন অতিক্রান্ত হলেও সাফল্যের চেষ্টা ছিল লক্ষণীয়। এই চেষ্টাটিই যেন আগামীতে একশ' ভাগ সফলতার দ্বারপ্রান্তে সবাইকে নিয়ে যায় সেই চেষ্টা ও সচেতনতা থাকতে হবে সবার মাঝে।

ইমতিয়াজ আলম
পশ্চিম নাখালপাড়া, ঢাকা

যুক্তিহীন অভিযোগ

১ অক্টোবরের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের শোচনীয় পরাজয়ের পর থেকেই তাদের সভানেত্রী, কেন্দ্রীয় নেতা-নেত্রী এবং তাদের সমর্থক, কলামিস্ট, বুদ্ধিজীবী ক্রমাগত সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ সাহেবের ওপর বিষোদগার করেই যাচ্ছেন। অথচ আওয়ামী লীগ কেন হেরেছে এটাতো দিবালোকের মতো পরিষ্কার। আমি আর সেসব কারণ নাই বা উল্লেখ করলাম। এমনকি আওয়ামী লীগ নেতা-নেত্রী ও বুদ্ধিজীবীরা প্রথম সংসদ অধিবেশনে তার প্রদত্ত ভাষণের নিন্দা করেছেন। ১৯৯৬ সালে যখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে তখন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস সংসদে প্রথম অধিবেশনে তার ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' ও 'জাতির জনক' উল্লেখ না করায় শেখ হাসিনা ভীষণ ক্ষেপে যান। তখন তারা আইন প্রণয়ন করে যে, রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভা অনুমোদিত ভাষণই পাঠ করবেন। ফলে এবার সাহাবুদ্দীন সাহেবও তাই করেছেন। কলামিস্টদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিষোদগার করছেন লন্ডন প্রবাসী লেখক আব্দুল গাফফার চৌধুরী তার ঢাউস ঢাউস সাইজের লেখার মাধ্যমে। অথচ তিনি সুনির্দিষ্টভাবে যুক্তি দিয়ে কোনো অভিযোগই তার বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে পারেননি।

এসএম নওশের
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

সায়ীদ স্যার ও ডেঙ্গু

রংপুরে এখন মশার উপদ্রব চরম আকার ধারণ করেছে। সর্বজন শ্রদ্ধেয় সায়ীদ স্যার ঢাকাতে ডেঙ্গু মশার বিরুদ্ধে তার অসাধারণ ক্ষমতা নিয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কিন্তু সারা দেশের সব শহরেই তো একজন করে শ্রদ্ধেয় সায়ীদ স্যার নেই। তাহলে বলুন এখন আমরা রংপুরবাসীরা কি করবো। মশার উৎপাতে সারা রংপুরবাসীর প্রাণ ওষ্ঠাগত। অতি দ্রুত এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সামুয়েল ইকবাল
মুন্সিপাড়া, রংপুর

অন্যরকম আয়োজন

এদেশের ছাত্র রাজনীতির রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, ঐতিহ্য। ছাত্র রাজনীতি বন্ধ হয়ে যাক তা সচেতন কোনো নাগরিকই মনে করেন না। তবে ছাত্র রাজনীতিতে বর্তমান সময়ের প্রচলিত ধারাটি বন্ধ হওয়া উচিত। ছাত্র রাজনীতির সেই সমৃদ্ধ, গঠনমূলক ধারার ঐতিহ্যটি ফিরে আসুক। ২০০০-এর গোল টেবিল আলোচনাটি ছিল সময়োপযোগী ও প্রাণবন্ত। ছাত্র রাজনীতির বর্তমান ও সাবেক নেতাদের এক সঙ্গে বসাবার, আলোচনা করবার কাজটি হয়তো সরকারও পারত না বা পারছিল না। কিন্তু সাপ্তাহিক ২০০০ এক টেবিলে সবাইকে নিয়ে আসার মতো চমৎকার ও দায়িত্বপূর্ণ কাজটি করার জন্য প্রধান প্রতিবেদক সমন্বয়কারী গোলাম মোর্তোজাকে ধন্যবাদ। অব্যাহত থাকুক ২০০০-এর পথ চলা ও মুক্ত চিন্তা।

তৌফিকুর রহমান, স্থাপত্য অনুষদ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

জনপ্রতিরোধ

সমস্ত পাঠককে অনুরোধ, ২৫ জানুয়ারি ২০০২-এর সংখ্যাটি অখন্ড মনোযোগ দিয়ে নিজে আরেকবার পড়ুন। প্রতি পাঠক অন্ততপক্ষে দশজন পাঠককে এটা পড়ান কিংবা বিস্তারিত জানান। যার যার নিজের এলাকায়, মহল্লায়, গলিতে একটা জনমত গড়ে তুলুন, সম্ভব হলে মহল্লার সিনিয়র সিটিজেনদের নিয়ে একটা সন্ত্রাস বিরোধী কমিটি গঠন করুন। সপ্তাহে একটি করে মিটিং করুন। মহল্লার তরুণদের পড়ার টেবিলমুখী করার উদ্যোগ নিন। যার যার বাসার পড়ুয়া ছেলেটিকে নিয়ন্ত্রণ করুন, তাদের গতিবিধির ওপর নজর রাখুন। সুমন, পিন্টু, সাগরদের সরকার এক মুহূর্তেই ধরতে পারবে কিন্তু সারা দেশের সন্ত্রাস সরকার একা উল্লেখযোগ্যহারে কমাতে পারবে না, যতদিন না আমরা সবাই সচেতনভাবে এটা প্রতিরোধে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসি।

জিয়া হাসান
ঢাকা

মাতৃভাষার অবমূল্যায়ন!

আর ক'দিন পরই পালিত হবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক এই বিরল সম্মান লাভের পর, তিনটি বছর অতিক্রান্ত। তারপরও বর্তমান সরকার ও বিগত সরকার জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ভাষা আন্দোলনের ব্যাপক তৎপর্য, ইতিহাসের তথ্যসামগ্রী আজও পাঠাতে পারেনি। ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃতি লাভের পর ইউনেস্কো জাতিসংঘের সদস্যদেশগুলোকে এই দিবস পালনের আহ্বান জানালে বিভিন্ন দেশ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস জানতে বাংলাদেশ সরকারকে চিঠি দিলেও কোনো সরকার তা পূর্ণাঙ্গভাবে জানাতে পারেনি। স্মৃতি বিজড়িত ভাষা আন্দোলনের এই মাসটিতে এমন খবর বিভিন্ন পত্রিকায় জানতে পেরে খুবই বেদনাসিক্ত হয়েছি। সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের দাবিতে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে অনেক নাম না জানা ব্যক্তি নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। সালাম, রফিক, জব্বারের জীবনের বিনিময়ে এই দিবসটি আজ সারা বিশ্বে পালিত হচ্ছে। যাদের বিনিময়ে আজ এই দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে বিরল সম্মান লাভ করেছে, বিভিন্ন দেশে পর্যাপ্ত তথ্যসামগ্রী পাঠাতে না পারা, মাতৃভাষারই অবমূল্যায়ন নয় কি?

ইকবাল পাশা, Email Iqbal 111bd@Yahoo.Com

অবরুদ্ধ চ.বি.

দুঃস্বপ্নে ডুবে যাওয়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাডারদের হাতে জিম্মি ছাত্রসমাজ ও হলসমূহ— লিখেছেন নিদারুণ ও স্পষ্টভাবে। এজন্য ধন্যবাদ সুমী খানকে। আশা করি আরও লিখবেন ফটিকছড়ি ও রাউজানের সাধারণ জনগণ সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মির কথা। প্রতিদিন জীবন পাতা থেকে ঝরে যাচ্ছে মুর্তুজা চৌধুরীর মতো তরতাজা প্রাণ, তার হিসাব কে বা রাখে। অসংখ্য হাবিব খানরা ঘুরে বেড়াচ্ছে রাজপথে ও হল দখল করে। যে দেশে ধর্ষণের মতো ঘটনা করে পিন্টু, সুমনরা পালিয়ে বাঁচতে পারে, হাবিবরা এখনো রাজত্ব করছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে, সে দেশে বিচার, সেলুকাস! তারপরও প্রত্যাশা আগামী প্রজন্মকে আমরা যেন উপহার দিতে পারি একটি সন্ত্রাসমুক্ত ও দুর্নীতিমুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ।

Rasel
Al khobar

প্রসঙ্গ : ওভারব্রিজ

ইদানীং ঢাকা শহরের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ওভারব্রিজ তৈরি হচ্ছে। এ ওভারব্রিজ নিয়ে যথেষ্ট লেখালেখি হয়েছে। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে কোনোই কাজ হয়নি। আগের ওভারব্রিজগুলো যে অভিযোগে অভিযুক্ত ছিল এমনকি কিছু কিছু ব্রিজ স্থানান্তর হয়েছিল এবং কিছু কিছু একেবারে বাদও দেয়া হয়েছিল— এখনকার ব্রিজ নির্মাণেও একই ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ব্রিজগুলো অপ্রশস্ত। প্রকৌশলগত ত্রুটিপূর্ণ, তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় স্থাপন সর্বোপরি সেগুলো ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা নেই, কাজেই দেখা যাবে ব্রিজের ওপরে মানুষ হাঁটছে না, বরং তা অপরাধ কাজের আখড়া বনে গেছে। এ রকম কয়েকটি ব্রিজের চেহারা সহজেই চোখে

টোকাই

পড়ে– নূর হোসেন চত্বর সংলগ্ন ব্রিজ, পুরানা পল্টনের ব্রিজ, দৈনিক বাংলার মোড়ের ব্রিজ, শাহবাগের ব্রিজ ইত্যাদি। এগুলো কোনো কাজেই আসছে না। বরং প্রচুর টাকা খরচ হয়েছে। এগুলো নিঃসন্দেহে জাতীয় অপচয়। বর্তমান ব্রিজগুলোও একই বিতর্কিত পদ্ধতিতে এবং জায়গায় কেন নির্মিত হচ্ছে। কিছুদিন পরেই আবার ঐ ব্রিজগুলো স্থানান্তরিত হবে, নয়তো ভেঙেচুড়ে আবার নতুন করে করতে হবে। কিন্তু এই কৌশলগত অপচয় কেন? এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

নাসির উদ্দিন বিশ্বাস, ১৫৩, দক্ষিণ বিশিল, মিরপুর-১, ঢাকা

যাত্রানুষ্ঠান

বাংলা নাটকের প্রাচীন ঐতিহ্য যাত্রা। প্রতিবছরই শীতকালে দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয় যাত্রানুষ্ঠান। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে যাত্রানুষ্ঠানের নামে বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শিত হচ্ছে কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল নৃত্য, গীত। যাত্রার নামে এ ধরনের আয়োজন নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। যাত্রার নামে এ ধরনের অপসংস্কৃতির চর্চা অচিরেই বন্ধ হোক। এ ব্যাপারে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোস্তফা মীর
কলাবাগান, ঢাকা

সিগারেটের বিজ্ঞাপন

ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর– কথাটি এখন প্রায় সবারই জানা। একটি সিগারেটের মধ্যে যে পরিমাণ নিকোটিন থাকে তা যদি ইনজেকশনের সিরিঞ্জের মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রয়োগ করা হয় তা হলে মানুষটি ২/৪ মিনিটের মধ্যেই মারা যাবে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে টিভি বিজ্ঞাপনগুলো অনুকরণ করে। অনেক সময় তাদেরকে কলম, পেনসিল গালে দিয়ে ধূমপান করার ভঙ্গি করতে দেখা যায়। ওরা যে কেউ বড় হয়ে এক একজন ধূমপায়ী হতে পারে বিষয়টি কি বিজ্ঞাপনদাতাগণ ভুলে বসে আছেন! তাই শীঘ্র টেলিভিশনের পর্দা থেকে সিগারেটের বিজ্ঞাপন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

মোঃ খায়রুল আলম বাপ্পী
বৈশাখী শ্রোতা সংঘ, খুলনা

নির্লজ্জ মিথ্যাচার

গাফ্ফার চৌধুরী বিদ্বান কোনো সন্দেহ নেই। তিনি তার লেখনীর দ্বারা এক বড় জনগোষ্ঠীর মন জয় করেছেন অস্বীকার করি কিভাবে? কিন্তু মানব মন জয়ের এই দুর্লভ ক্ষমতাকে জাতির পথ প্রদর্শনে নিয়োজিত না করে সাহাবুদ্দীনের মতো চরিত্রবানের চরিত্র হননের চেষ্টার মাধ্যমে তিনি দুর্জনে পরিণত হয়েছেন এটাও তো আজ বিবেকের রায়। সত্যিকারের বিশাল হৃদয় বাবার চাটুকার বেষ্টিত সংকীর্ণমনা সরল কন্যা শেখ হাসিনা হয়ত বাস্তবতা বুঝতে না পেরে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক আওয়ামী লীগকে নিরাশার কম্বলে মুড়িয়ে 'আমলীগ' (মূর্খদের লীগ) বানিয়ে ফেলেন। কিন্তু গাফ্ফার চৌধুরীর পাশে তো নির্ভেজাল তথ্য ও সাহসী বিবেকের সদর্প পদচারণা। তাই বলা যায় হয় অর্থলোভে নয়ত দুর্জনদের স্বভাবজাত প্রবৃত্তিতে তিনি আজ এ গর্হিত কাজে লিপ্ত। আমরা তার বোধোদয় প্রত্যাশা করি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী...

মাটির দশ হাত নিচে সন্ত্রাসীদের সবক'টি আস্তানাই সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অপদার্থ নাসিম শুধু কথার বোমা ছুঁড়েই উড়িয়ে দিয়েছেন। এখন সবক'টি সন্ত্রাসী মাটির ওপরে। বর্তমানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উল্কার মতো ছুটে গেলেন হেলিকপ্টারে, ঘুরে এলেন আকাশ পথে, বরিশাল ও গোপালগঞ্জ থেকে। না তার চোখে এমন কিছু পড়েনি, এটা পত্রিকাওয়ালাদের বাড়াবাড়ি। পরে তিনি স্বীকার করেছেন, কিছুটা অর্ধ সত্য। অর্ধ সত্য বলতে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন, প্রিন্সিপাল মুহুরীর হত্যাকান্ড? বগুড়ার মুক্তিযোদ্ধা গৌর গোপালের বাড়ি দখল? সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় দশম শ্রেণীর ছাত্রী পূর্ণিমা রানীকে ইচ্ছেমতো ধর্ষণ?

জিয়াউল আফগান তনু
Atco. P.M.S-(J.I.P) Po, Box-1298- Jeddah-21431, K.S.A

শি শু শ্র ম

সভ্যতাকে যে ক্রমাগত আলোকিত ভবিষ্যতে নিয়ে যাবে, সেই শিশুই আজ অপুষ্টি, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বাসস্থান ও শিক্ষার মতো মৌলিক চাহিদা বঞ্চিত এসব শিশুর অনেকেই শৈশব থেকেই শ্রম বিক্রি করতে শুরু করে। শোষণভিত্তিক এই সমাজ ব্যবস্থায় শিশুরা বঞ্চিত হচ্ছে তাদের অধিকার থেকে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতেই শিশু শ্রমের প্রকোপ লক্ষণীয়। এ দেশের শিশুরা প্রায় ৩০০ ধরনের বেশি অর্থনৈতিক কাজে শ্রম দিচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে গার্মেন্টস, হোটেল শ্রমিক, মোটর গ্যারেজের শ্রমিক, টেম্পোর হেলপার, কুলি, হকার, গৃহভৃত্য, শিল্প শ্রমিক, পতিতা, সমকামিতায় বাধ্য হওয়া, মাদক বাহক, ইট, পাথর ভাঙা, ঝালাই কারখানার শ্রমিক ইত্যাদি স্থানে বিনা পারিশ্রমিকে নয়তো স্বল্প পারিশ্রমিকেই শ্রম বিক্রি করছে। এর কারণ হিসেবে আসছে জনসংখ্যার বৃদ্ধি, শিশুর অধিকার সংরক্ষণ আইনগত পদক্ষেপের দুর্বলতা, দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব।

ডা. মোস্তফা আবদুর রহিম, সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, মিরপুর, ঢাকা

ফোরাম ২০০০-এ চিঠি ১২৫ শব্দের উপর না হওয়াই ভালো। এক পাতায় পরিষ্কার হাতের লেখা ও পুরো নাম-ঠিকানা দেবেন। ঠিকানা না ছাপতে চাইলে পুরো ঠিকানা অন্যত্র লিখবেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জানাবেন। চিঠি পাঠাবার ঠিকানাঃ
ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

দেশের ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অন্যতম। কিন্তু, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে গত ৬ মাস ধরে এখানে ক্লাস বন্ধ। কবে ক্লাস শুরু হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। ১৪ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর জীবন হয়ে পড়ছে অনিশ্চিত। এ অবস্থার কি কোনো সমাধান নেই? মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনারা ক্ষমতায় আসার ১০০ দিনের মধ্যে পলিথিন নিষিদ্ধ করেছেন, সাংসদ পিন্টুকে গ্রেপ্তার করেছেন, পাঠ্যপুস্তক সমস্যার সমাধান করেছেন। এমনকি আন্তর্জাতিক ন্যাম সম্মেলন বাতিল করেছেন। তাহলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন চালু করা যায় না? এটা কি আরো কঠিন কাজ? আমরা সাধারণ জনগণ মনে করি 'নিশ্চয়ই নয়'।

আনোয়ার সাদাত শিমুল
মীরসরাই, চট্টগ্রাম